কপি যুক্তিবিদ্যা সংজ্ঞাং পাঠের প্রয়োজনীয়কাং (ভূমিকা)যুক্তিবিদ্যা হলো দর্শনের একটি অনাতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দর্শনের শাখাটিতে বিশ্বিসন্মত নিয়মাবলীর সন্মিলন ঘটানো করেছে যুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন প্রকার সাক্ষের যথাগতা ও প্রমাণমূলা বিষয়ক প্রশাবলী নিয়ে আলোচনা করে ঐতিহাগতভাবে যুক্তিবিদ্যা প্রধানত যা পূর্ণান্ধ সাক্ষা গঠিত হয় তা নিয়েই আলোচনা করে। কেপির মতে যুক্তিবিদ্যা, জেলেনস যুক্তিবিদ্যাকে যুক্তিপদ্ধতির বিজ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।তিনি এ সংজ্ঞাটিকে তীরভাবে সমালোচনা করেছেন। জেলেনস যে যুক্তিপদ্ধতির কথা বলেছেন,কপির মতে, এ যুক্তি পদ্ধতিও এক ধরনের চিন্তন। এখানে তান্মানের মাধ্যমে আগ্রম্বনাকো থেকে সিদ্ধান্তে পিছানো হয় মাত্রা বিজ্ঞ তা চিন্তনেরই একটা বিশেষ প্রকার ছাতৃ। আর কিছুই নয়াআর এক কারনেই তা মনোবিদ্যার আলোচা বিষয়া কারণ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে

মনোবিদকেও অনেক সময় যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের জটিল ও মানসিক ক্রিয়া ও আবেগধনী প্রকৃতির আলোচনা পর্যালেচনা করেতে হয়।উপরে মানসিক ক্রিয়া ও আবেগধনী প্রকৃতির আলোচনা পর্যালেচনা করেতে হয়।উপরে মাতাবাদগুলোল পরিপ্রেক্ষিতে কলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা একই সাধ্যে একটি বিজ্ঞান ও একটি কলা। (যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়কা।প্রথমত) যুক্তিবিদ্যা আমাদের চিন্তা পদ্ধতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সজিব ও সক্রিয় করে এবং নাঠকভাবে যুক্তি প্রোয়োগ করার জন্য আলো। (দ্বিতীয়ক) যুক্তিবিদ্যালা আমাদের ক্রমে এবং সাঠকভাবে যুক্তি প্রোয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন সরবারাহ করে। (তৃতীয়ত) যুক্তিবিদ্যাল পাঠ এবং প্রকার মানসিক ব্যায়াম স্বাস্থা ঠক রাখার জন। যেমন শরীর চর্চার প্রায়োজনীয় লায়ম কানুন সরবারাহ করে। (তৃতীয়ত) যুক্তিবিদ্যাল আছে ঠিক তেমনভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিক সন্তিব ও সক্রিয় এবং উন্নত প্রায়োর জনা যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা। দের স্বভাবজ্যাত আসবেকে নিয়ন্ত্রন করার কনে যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের সভাবজ্যাত আসবেকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য যুক্তিবিদ্যার প্রার্বিদ্যাল (শিক্ষমত) যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান ক্রায়াকের স্বভাবজ্যাত আবেগকে নিয়ন্ত্রন করার কনে যুক্তিবিদ্যার পান্তর প্রয়োজনীয়তা। প্রথম সাক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমের ক্র

ভাষার কাজ কিংআবিগত্য ও আবেগনিরপেক্ষ পার্থক্যা/ভূমিকা)ভাষা হলো মানুষের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যমা যুক্তিবিদ আরচিং এম কণি জবা*Introduction to logic"গ্রন্থে ভাষার প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।তিন বলেন ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বয়বিদ কার্যসম্পাদন করে থাকে। (আরচিং এম কপি মতে ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষা তিনটি ক্ষমতার কথা নির্দেশ করেছেন। যথা: 1 পরিবাই কাজ 2প্রকাশনী কাজ 3নির্দেশনা কাজ। (পরিবাই কাজ)করি মতে "আমার। একটি বচন এ কোনকিছু সম্পর্কে করেছেন। যথা: 1 পরিবাই কাজ 2 কেনেলিক মাতে "আমার। একটি বচন এ কোনকিছু সম্পর্কে কোনকিছু স্তীক্ষার বা আশ্বীকার করি।এ শ্বীকৃতি বা আশ্বীকৃতি মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলে । যেমন- আমরা কথা বলি, 'গোলাপ ফুল হয় লালা কিংবা "মানুষ নয় অমরতখন এ দৃটি বচনের মাধ্যমে দৃই ধরনের ভাব প্রকাশিক হয়ে খাকে।। প্রকাশনী কাজ) এম কপির মতে, ভাষার প্রকাশনী ক্ষমতার সর্বকৃষ্ট উদাহরণ হলো কবিতা। কবিতা ছেচ্চে কবি অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম মাবিতা ভাষার ভিনি তার মানের গোপনতম্ব সৃষ্ট অবেগে ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। ভাষার ভাষার তিনি তার

একজন কবি প্রকাশনী কাজ করে অপরের মনে ভাবাবেগ বা অনুভূতির জন্ম দেয়।নির্দেশনা কাজুকপির মতে,নির্দেশনী ক্ষমতা ভাষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ্যজাদেশ ও অনুরার হেছে ভাষার নির্দেশনী ক্ষমতা ভাষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ্যজাদেশ ও অনুরার হেছে ভাষার নির্দেশনী ক্রাক্তের স্মৃত্য দৃষ্ট মুন্তী জ্ঞাদেশ ও অনুরাধের মাধ্যমে অতি সরাসরিভাবে ভাষার এ ধরনের কাজ পালিত হয়ে থাকো আদেশ বা অনুরোধ এর মাধ্যমেই ভাষার নির্দেশনী প্রক্রিয়াটি কাজ করে চলা।(আবোগাত্মক ও আবোগ নিরপেক ভাষার নার্দেশনী প্রক্রিয়াটি কাজ করে চলা।(আবোগাত্মক ও আবোগ নিরপেক শব্দে বাষ্কার করা হয় সেগুলো হলো আবোগ ভাষায় আবোগবর্জিত বা নিরপেক শব্দ বারব্যর করা হয় সেগুলো হলো আবোগ নিরপেক ভাষা। প্রক্রাটি কাজাকে রাত্মপুরিকির কপি আবোগময় ভাষাকে বালিশের মতো নরম এবং আবোগ নিরপেক ভাষাকে হাতুত্তির মতো শক্ত বলেছেন।(প্রয়োগগত)আবোগময় ভাষা কার্য রচনা ধর্মীয় ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। অন্যাদিকে আবোচনায় কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বস্তুনিক আবোচনায় আবেগ নিরপেক ভাষা প্রয়োজ্য।(সত্য উদঘটন)কোন বিষয় বা ঘটনার কার্যক্র কয়।কিন্তু কোন ঘটনার প্রকৃতি সত্তা উদঘাটনে আবেগ নিরপেক ভাষা প্রয়োজ্য।(সত্য উদঘাটন প্রকান বিষয় বা ঘটনার কার্যকর নয়।কিন্তু কোন ঘটনার বান্তব্যনিষ্ঠতা হবে এমন কোন কোন সত্যের অনুসন্ধানে আবেগ নিরপেক ভাষাই উদ্দেশ্য পুরবের সহার্যক।

সহানুমান কি<u>ণু</u>উদা<u>হ</u>রণসহ মানে নিয়মগুলো? (ভূমিকা)সাবেকি যুক্তিবিদ্যায় অবরোহ অনুমানকে দটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।যথা:ক অ-মাধ্যম অনুমান এবং খামাধ্যম অনুমান।সহানুমান এক ধরনের মাধ্যম অবরোহ অনুমান। (সহানুমান)যুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে এরিস্টটলই প্রথম সহানুমান সম্পর্কে আলোচনা করেন অ্যারিস্টটলের মতে সহানুমান বা ন্যায় অনুমান হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে দুটি সত্যের বিচারের ভিত্তিতে তৃতীয় কোঁন সত্যের অনুমতি করা হয়।(যোসেফ) তার " An introduction to logic" গ্রন্থে বলেন হনুমান হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার যুক্তি যেখানে একই তৃতীয় পদের সাথে দুটি পদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় আকারে সম্পর্ক থেকে পদ দটির নিজেদের মধ্যে উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের একটি সম্পর্ক অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।(সহানুমানের সাধারণ নিয়মাবলী)নিচে আলোচনা করা হলো: (প্রথম নিয়ম)প্রত্যেক সহানমানে তিনটি পদ থাকে এবং এ তিনটি পদ সমগ্র যক্তিতে সমান ব্যবহৃত হবে(2 নিয়ম)বৈধ সহানুমানে তিনটি বলে থাকবে।প্রথম দুটি বচনকে বলে আশ্রয়বাক্য এবং শেষের বচনটিকে বলে সিদ্ধান্ত।(তৃতীয় নিয়ম)বৈধ সহানুমানের আশ্রয়বাক্য দুটির যেকোনো একটিকে ব্যাপ্য হতে হবে।(চতুর্থ নিয়ম)কোনো সহানুমানের আশ্রয়বাক্যের অব্যাপ্য পদকে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য করা যায় না।যদি প্রধান এবং অপ্রাধান উভয় আশ্রয়বাক্যে কোন অব্যাপ্য থাকে, তাহলে সিদ্ধান্তে ও তাকে অব্যাপ্য রাখতে হবে।(১নিয়ম)সহানমানের ক্ষেত্রে উভয় আশ্রয়বাক্যে নঞর্থক হলে তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত অনুমতি হতে পারে না।(6নিয়ম)কোন সহানুমানের ক্ষেত্রে প্রধান আশ্রয়বাক্য বিশেষ এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে তাদের থেকে কৌন সিদ্ধান্ত অনুমতি হয় না।(7নিয়ম)কোন সহানুমানের একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিশেষ হবে।

আরোহ কি? বৈজ্ঞানি ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ পার্থক্য?(ভূমিক))আরোহানুমান যুক্তিবিদ্যার আলোচা পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।আরোহ হচ্ছে বিশেষ আইয়বাকোর উপন্য ভিত্তি করে সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌছার পদ্ধান্তি চামারেই যুক্তিবিদ্যায় আরোহাক প্রথম প্রকৃত আরোহ এর করে সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌছার পদ্ধান্তি চামারেই যুক্তিবিদায় আরোহর প্রধান্ত প্রকৃত আরোহ এর প্রকৃত বা তথাকথিত আরোহ প্রকাশ লাগ করা হয়ছে।মিল,বেইন প্রমুখ গাতানুগতিক যুক্তিবিদ আরোহস্ব স্থাপনি দুলি মানে করা।আরোহাকান্তিপয় বিশেষ বস্তু বা ঘটনানে পর্যবিক্ষণ করে কান সার্বাক সিদ্ধান্ত অনুমান করার পদ্ধাতিক আরোহ অনুমান বলে।এ অনুমান বাস্তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে জান লাভ করা হয়।কাউ করা বির্ভর করে সমগ্র প্রেণি কিংবা জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়।এরূপ কোন সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।পর্যবিক্ষণলদ্ধ কিংবা অভিজ্ঞতাভিক্তিক জ্ঞান সীমিত আকারেই সম্ভবা কোন সার্বিক বাক্য বিবৃত্ত প্রমোদ্ধ সমুদ্য বিষয়বন্ত্ব পরীক্ষান-নিরীক্ষা করার কোন বৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয় তাই একই জাতীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত কথনো বা একটিয়াত্র দৃষ্টান্ত পর্বাক্ষ নিরীক্ষা করে তাদের সমজ্যতীয় বস্তুর বা যাইনা সম্পর্কের একটি দাব্বিক সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়।পির্বাক্ত গঠনের এ প্রক্রিয়াকে আরোহ অনুমান

বলো। বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক আরবের মধ্যে শার্থক। (১) বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির একানুবর্তিত।
নীতি ও কার্যকারণ বিধি নামক দুটি পূর্বান্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ
প্রকৃতির একানুবর্তিতার নীতির উপর নির্ভর করলে কার্যকারণ বিধির উপর কোন গুরুত্বারোপ করে
না। (১) আরো হন্মানের উপর উভয় পূর্বান্মানের উপর নির্ভরপীল বলে বৈজ্ঞানিক আরোহ যে
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা নিশ্চিত মূলক। এধরনের আরোহের সিদ্ধান্ত সতা ছাড়া মিখা। হতে
পারে না। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ কার্যকারণ বিধির উপর নির্ভর করে না বলে এর সিদ্ধান্ত
সম্ভাবা সতা প্রতিষ্ঠা করের মাত্র। (১) বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আের এ কারণে সে
সার্ভিক সতা প্রতিষ্ঠা করার সমায় আরোরের পদ্ধান্তিক খার্মান্থা করে তে প্রয়োগ করে (১) কিন্তু
অবৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিগুলোকে সে যথাযথভাবে পালন ও প্রয়োগ করতে পারে না(এ) বৈজ্ঞানিক
আরোর যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, সে কারণে সে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে তার উদ্দেশ্য বিধেয়ের মাধ্যকার সম্বন্ধান্ত বিশ্বেষণ করে বেগতে চায়। কিন্তু প্রবৈজ্ঞানিক আরোহ এ লোকিক
প্রক্রিয়া বলে তার মধ্যে। এ লক্ষ্য নেই (১) বৈজ্ঞানিক আরোহ কবলোই কোন কিন্তুকে প্রমাণ করতে
না পারলে সে বাপারের কন বিবৃতি কেয়া। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনেক সময় গৃহীত
বিষয়কে লোভাবে প্রমাণ না করে সে বিষয়ে বিবৃত্ত প্রদানের সচেষ্ট হয়ে পড়ে।

নিরক্ষণ কিঃপরীক্ষণ এর তুলনায় নিরীক্ষণের সূবিধা?(ভূমিকা)টিন্তার মৌলিক নিয়ম গুলো
অবরোহ ও আরোহ উন্ধার প্রকারে জনুমানের মূল ভিত্তি।যেসব মৌলিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর
করে আরোহ অনুমান সম্ভব করে তোলা হয় তাবেরক আরোহের ভিত্তি বলা হয় আরোহ অনুমান
আপ্রায়বাকোর আকারগত সভাতা বিচার করার সাথে সাথে সিদ্ধান্তের বস্তুগত সতাতা বিচার
করে।এদিক খেকে আরোহের ভিত্তি দুটো যখা 1আকারগত ভিত্তি 2বস্তুগত ভিত্তি।নিরীক্ষণের
সংজ্ঞা,কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত ও
নির্বাচনমূলক অত্যক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা আনাভাবে বলা যায় উদ্দেশপূর্ণ সক্রিয় মন নিয়ন্ত্রিত
ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতাই হলো নিরীক্ষণ। আনাভাবে বলা যায়,উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় মন নিয়ন্ত্রিত
ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতাই হলো নিরীক্ষণ। আনাভাবে বলা যায়,উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় মন নিয়ন্ত্রিত
ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতাই হলো নিরীক্ষণ। তানাভাবে বলা যায়,উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় মন নিয়ন্ত্রিত
ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতাই হলো নিরীক্ষণ। তানাভাবে বলা যায়,উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় মন ক্রিয়ন্ত্রণ
ভূতিত্ব সংখ্যা বাড়োনো যায়,নিরীক্ষণে তা সম্ভব ন মা পরীক্ষণে গঠনা সৃদ্ধির সমন্ত উপকরণ
আমানের নিয়ন্ত্রণ থাকে ঘডনে প্রয়োভনীয় ঘটনা আমরা যতবার খুশি ততবার সৃষ্টি করতে

পারি।কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঘটনার জন্য আমাদেরকে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। দ্বিতীয়তাপরীক্ষণের ঘটনা সৃষ্টির সম্ভাব্য উপাদান পৃথক করা সম্ভব কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপঃবাঢ়াসে মিশ্রিত অক্তিন্তেন ও নাইট্রাড়েন গ্যাস দৃটির মধ্যে কেনেটি দহন ক্রিয়ার সহায়ক তার নির্ণয়ের জনা উক্ত গ্যাস দৃটিকে পৃথক প্রার্থীর রেখে তাদের ভিতরে জলন্ত বাতি চুকিয়ে দিলে ফলাফল পাওয়া যায়। (তৃতীয়) পরীক্ষনের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কন্তু নিরীক্ষণের সিদ্ধান্ত ভাষার। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে গরেষপাশিক অবস্থার উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খাকে চাকত করত স্বার্থীত বর ঘটনা ক্রিত্ত করি নির্দিক বর ক্ষরে আমাদের তাড়াহ্রড়া করে ঘটনা প্রকৃত্তর করে হয়। ফলে নিরীক্ষণের সিদ্ধান্তি নির্দিত না হয়ে সম্ভাব্য হয়ে থাকে। কিন্তু পিরীক্ষণ রুকটি সাক্ষান্তি নির্দ্ধিত না হয়ে সম্ভাব্য হয়ে থাকে। কিন্তু প্রথিকীক্ষণ রুকটি সম্পর্কিত কার্যার ক্ষরে করে ক্রিক্সিল বর্কিত লা ক্রিক্সণ বয়ে ক্যাক্রিক্ত করাক্তি স্বার্থিত ক্রিক্সিল বর্কিত না হয়ে সম্ভাব্য হয়ে থাকে। কিন্তু প্রথিক্ষণ রুকটি সম্পর্কিত ক্রিক্সিল বর্কিক ক্রিক্সণ রুক্তর উপর নির্ভর্কীন্য একটি পদ্ধতি আমারা ইচ্ছা করলেই গবেষণাগারে পানি বা বিশ্বাৎ উপাদন করে আর না। প্রক্ষাত্য বৈজ্ঞান করকে পারি। কিন্তু আমারা ইচ্ছা করলেই আগ্রেয়গিরি নিরীক্ষণ করতে পারি নাকিন্তু আমারা ইচ্ছা করলেই আগ্রেয়গিরি নিরীক্ষণ করে পারি নাকিন্তু নির্ক্ত করেক ক্রাক্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু নির্ক্ত করা সম্ভব করিক ক্রিক্সিক্ষণের ক্রেক্তের তা করে বাহে বাহের বিশ্বীক্ষণ এর ক্ষেত্রে ক্রিক্সিক্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্রিক্সিক্স প্রত্যয়ক ক্রিক্সক্র বিশ্বীক্ষণের করে তা সন্তব নয়।

মিল কেন পরীক্ষন পদ্ধতি প্রবর্তন করে? যৌথ অন্থয়ী ব্যতিরেকি পদ্ধতি? (ভূমিকা) (যৌথ পদ্ধতি)য়ে পদ্ধতি সাহায়ে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একার্থিক দৃষ্টান্তের সকল ক্ষেত্রেই একটি পূর্বকের উপান্থিতিত একটি অনুসের উপস্থিতি এবং একই পূর্বকের অনুপন্থিতিত একই অনুপের অনুপন্থিতিত একই অনুপরি কার্যকার করে পরবর্তী ঘটনাকে কার্য মনে করা হয় তাকে যৌথ অম্বয়ী ব্যাতিরেকি পদ্ধতি বলো যুক্তিবিদ মিল তার a system of logic গ্রন্থে বলেন, আলোচা ঘটনার উপস্থিত দুই বা তার্থিক দৃষ্টান্তে স্কর্মান্ত একটি বিষয়ে অমিল থাকে, তাহলে যে ঘটনাটির উপস্থিতি ও অনুপন্থিতির ফলে এই দুই দৃষ্টান্ত সমান্তির মধ্যে একমাত্র লাগর্থকা সূচিত হয় তা ওই ঘটনার কার্য অথবা কারণ অথবা কারণে অপরিহার্য অংশ বলে বিরেচিত হর টোনিক জীবনে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে হলে আলোচা ঘটনার দৃষ্টান্ত একই ঘটনার দুই বা তাতার্থিক নঞ্চর্যক দৃষ্টান্ত নির্বিক্ষণ করতে হলে আলোচা ঘটনার দৃষ্টান্ত একই ঘটনার দুই বা তাতার্থিক নঞ্চর্যক দৃষ্টান্ত নির্বিক্ষণ করতে হয়। প্রতীকি উদাহবনের সাথে প্রকাশ করা হেলা সদর্থক দৃষ্টান্তসমূহ। নঞর্থক দৃষ্টান্তসমূহ পূর্ববর্তী। পূর্ববর্তী। পূর্ববর্তী। পূর্ববর্তী ভাল। ঘটনা ঘটনা। ঘটনা ঘটনা যাল। যাল। যাল। যাল। তব দা। তব যাল। তব যাল। সম্বান্ত বা স্থান বা চাল। তব দা। প্রকাশ করা তব নাল। বা তব নাল। তব দা। স্বান্ত বা ভাল। তব নাল প্রকাশ করা হল। যালনা মন্ত্র দিল। তব বা দাণ বা যালনা যালনা যালনা যালনা হল। তব নাল। তব নালনা করা স্বান্ত্র বিল্লা দুর্যবর্তী করা হল। যালনা যালন

দৃষ্টান্ত সহকারে A,E,I,O বচনের ব্যাখ্যা? (ভূমিক))যুক্তিবিদ্যায় যুক্তির বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করে বিচন বা অবধারণ হচ্ছে যুক্তির অনিবার্য অবধার বচন ছাড়া যুক্তি বা ন্যায়ের অন্তিম্ব কল্পনা করা যার নাতাই সাবেকিও প্রতীকি মুক্তিবিদ্যার বনের আলোচনা একটি গুক্ত ক্ষপুর্ণ স্থান দখল করে আছে।(অন্তিম্বসূচ করচন) মংসামান্য ও বিশেষ গুণ ও পরিমাণের সংযুক্ত ভিত্তিতে অন্তিম্বসূচক বচনা সাবং সাবং কার বিশেষ করণ করা কার ক্ষায় কর্মান কর্মান করি ক্রমির কর্মান ক্ষান ক্যান ক্ষান ক্যান ক্ষান ক্ষান

বচনের পৃথক চারটি ধরন রয়েছে।এ ধরন গুলোর প্রতিটি এক একটি বচন নামে পরিচিত।এগুলো হচ্ছে A.E.।এবং০ বচনাপ্রশ্ন হচ্ছে এই চার ধরনের আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচন প্রকৃতির অন্তিত্ব মূলক তাৎ পর্যাছে কিঞ্চন এবং০ এ দের প্রতিটি কোন বিশেষ বস্তু বাঞ্জি বা বিষয়ের অন্তিত্ব নির্দেশ করে কিঞু এই নিয়ে যুক্তিবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে।তার মধ্যে। ৬০ বোচনের অন্তিত্ব মূলক তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু ৪.৫ ৪ চনের কোন অন্তিত্ব মূলক তাৎপর্য রেই। নিচে বিষয়টি নিয়ে বিজারিত আলোচনা করা হলো।(গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যের মতোমত)গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যার মতোমত)গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যার মতোমত গতার ধরনের প্রতিটি নিরপেক্ষ বচনকৈ আভিত্ব মুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ব বিজারিত তার ধরনের প্রতিটি নিরপ্রেক্ষ বচনকৈ প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ব বিজার তাৎপর্য রয়েছে।(যোসেফ এর মতো)গতানুগতির যুক্তিবিদ্যার এ ধরনের বচনকে সমর্থন করে যোসেফ তাই বলাছেন,প্রত্যেতাকটি নিরপ্রেক্ষ বচনেরই অন্তিত্ত্ব মুক্ত তাৎপর্য রয়েছে যোমনা আমার যথন বিলা রামী এাদির কর্তমান অন্তিত্ব বিশ্ব বিশ

সঙ্গে কিঃসংজ্ঞার মূলনীতি (ভূমিকা)যুক্তিবিদ্যায় যেগৰ শব্দ বা পদ বাবয়র করা হয় সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে তাদের অর্থ ও তাৎপর্য সুস্টেভাবরে উপলব্ধি করা যায়। ফলে অনুমান বা চিন্তায় বিদ্রান্তির সজ্ঞাবনা বহুলাংশ হ্রাস পায়। তাই যৌজিক চিন্তার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। দেংজ্ঞা) সাধারণ অর্থে সংজ্ঞা শব্দিরৈ অর্থ হলো কেন একটি কথা বা শব্দকে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য নাম পানিষ্টে কাষ্টির সংজ্ঞা কর্মিয়া করা বিন্তু যুক্তিবিদ অনুযায়ী কোন শব্দে পরিপুর্ণ জোতার্থর সুস্পষ্ট বিবৃত্তি। যৌজিক সংজ্ঞা নামে পরিচিত। যে বাকা বা বাকা সমষ্টি কোন পদ বা শব্দের আর্থকে সুন্দির্দৃষ্ট করে দেয় সে বাকা বা বাকাসমষ্টিক ঐ পদের সংজ্ঞা বলা হয়। দেংজ্ঞার মূলনীতি কানির মতে শংকর নিয়ম হল পটিটি সংজ্ঞায়নের পদের অপরিহার্য গুলাবলী এর উল্লেখ থাকতে হবে সংজ্ঞা কোন অবস্থাতেই চক্রক হতে পারবেনা সংজ্ঞা কোন অবস্থাতেই অতিবাগক কিংবা আতি সংক্রীৰ্ণ হতে পারবেন না-বাক্ষজা কোন অবস্থাতেই অতিবাগক কিংবা আতি সংক্রীৰ্ণ হতে পারবেন না-বাক্ষজা কোন অবস্থাতেই অতিবাগক কিংবা আরি সংক্রীৰ্ণ হতে পারবেন না-বাক্ষজা কোন অবস্থাতেই অতিবাগক কিংবা আরি সংক্রীৰ্ণ হতে পারবেন না-বাক্ষজা কোন অবস্থাতেই অতিবাগক কিংবা আরি সংক্রীৰ্ণ হতে পারবেন না-বাক্ষজা কোন অবস্থাতেই অতিবাগক কিংবা আরি একাশ করা যাবেনা-বাক্ষজা কোন সিক্ষম্ব করা যাবেন নান্তকোন দদের সমর্থনি সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব হলে কোন অবস্থাতেই তার সংজ্ঞা বেনা একাশ করা যাবেনা-বাক্ষজা কোন স্বাব্য বাক্ষম্ব করা হাবেন নান্তকোন দদের সমর্থনি সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব হলে কোন অবস্থাতেই তার সংজ্ঞা দেওয়া চন্যবে

না।(1কপি তার)"introduction to logic গ্রন্থে বলেছেন যে পদটিকে সংজ্ঞায়িত করব বা করতে যাব প্রথমেই সে পথাঁকির অপরিহার্য গুপাবলী উল্লেখ করতে হবে।একটি পদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গুন থাকতে পারে এবং অপরিহার্য গুপা,আবাফ কোন কোনটি তার অযৌক্তিক বা পরিহার্য গুপ।অপরিহার্য গুনগুলোর করে করে আরাক্তি কার অর্থাক্তিক বা পরিহার্য গুণ।অপরিহার্য গুনগুলোর জাতার্য নামে পরিচিত।(হকপি তার)introduction to logic গ্রন্থে বলেছেন কোন পদের সংজ্ঞের ঐ পদ তার কোন সমার্থক শব্দ বাবহার করা চলবে না সাংজ্ঞার পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যায়।কেউ সংজ্ঞার মেনর এ নিয়মটিকে লংঘন করে সংজ্ঞার সূলপদ কিংবা তার কোন সমার্থক শব্দ বাবহার করেন তাহলে তাকে চক্রক সংজ্ঞা এবং নিয়ম লউছন গঠিত তুরুটিকে চক্রক হেতাভাস বলে আখ্যায়িত করা চলে।(রক্ষণি তার)introduction to logic গ্রন্থে বলেছেন যুক্তিক সংজ্ঞার সংজ্ঞের পদের অপরিহার্য গুলাবলী আলুক্তার্থব পরিবূপি বিবরণ থাকতে হবে সংজ্ঞায় সংজ্ঞের পদের অর্থার্থ অতিরিক্ত গুণ কিংবা আংশিক গুণের উল্লেখ থাকলে চলবে না।।একর্মণ তার) গ্রন্থে বলেছেন সংজ্ঞায় পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করে বলে মনে করে সংজ্ঞার দ্বার্থবাধক দুর্বোধ্য অথবা আলঙ্কারিক কোন শব্দ বা ভাষা কোন অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। সংজ্ঞায় পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করা হবা নিজ্ঞ বুলং গুণু সংজ্ঞার দ্বার্থবাধক সুস্পান্ত করা হয়। নিজ্ঞ বুলং জার দ্বার্থবাধক দুর্বোধ্য করা হয়। নিজ্ঞ বুলং পানর অর্থ কুমাশাচ্ছন্ন হয়।এতে করে সংজ্ঞার আলক্ষারিক কোল পদের অর্থ্বিত করে সংজ্ঞার আলক্ষারিক কেল পদের অর্থ কুমাশাচ্ছন্ন হয়।এতে করে সংজ্ঞার আলক্ষার আলক্ষারিক হেল পদের অর্থ কুমাশাচ্ছন্ন হয়।এতে করে সংজ্ঞার আলক্ষার আলক্ষার বিশ্বক যাব্য বাহার করালে পদের অর্থ কুমাশাচ্ছন্ন হয়।এতে করে সংজ্ঞার আলক্ষার বাহার করা পানর বা প্রবাধক কুমাশার্থী